রোদ চশমা

মাঝরাত ছিল তার প্রিয়। ছিল প্রিয় রোদচশমা। ফুটপাত বদল না হলেও এই যে নিজের শরীরটাকে মিশকালো অন্ধকারে জড়িয়ে... সে কখন টুপুস করে ঢুকে পড়ত তার বাড়িতে, কেউ বুঝতেই পারত না। মাঝরাত ছিল তার প্রিয়। অন্ধকারে প্রয়োজনই হত না তার কালো চশমাটার। তার ওই সুন্দর চোখ দুটোকে ঢেকে রাখলে তাদের বুঝি কষ্ট হয় না! চাপচাপ ঘাম, ধুলো চোখের তলায় আরও তলায় কত আস্তরণ... সারা দিনের ওই ঢেকে রাখা চোখ তো এখনই খোলার সময়। ফেরার সময় সে গান গাইত... দেখেছিলেম কালো হরিণ চোখ...তাই তো ছিল যদি না... অ্যাসিড ছুঁড়েছিল শয়তানগুলো। সে যখন ঘুমিয়ে রয়েছে ঘরে, জানলার ধারে। ও বলেছিল, বাসব না ভাল, তুমি আমায় জোর করবে? জোর ওরা করেনি...

গলির মুখে ওরা কারা? এত রাতে নেকড়ের দল? ও থমকে দাঁড়াল। ও এক পা এক পা পিছলো... নেকেড়েগুলো এগচ্ছে। ও দাঁড়াল। ও এগলো। এক পা এক পা। গতি ধীর, বিশ্বাসী। ও এগলো। নেকড়েগুলো হাতে হাত ঘষছে। ও এগলো... ওর চোখে চশমা... নেকড়েগুলো ঘন, জোট বাঁধছে। ও এগলো... নেকড়েগুলো টর্চ বার করল... ও এগলো আর বড়জোর দু'হাত। ওরা হাত বাড়াল... ও এগলো ওরা বড়োজোর দু'হাত। ওরা হাত বাড়াল... ও এগলো, ওরা টর্চ মারল... ও ততক্ষণে খুলে নিয়েছে ওর রোদ চশমা... পিছচ্ছে ও নেকড়েগুলো... পালাচ্ছে...

অনেকদিন পর মাঝরাতে রোদ্দুর আর ওর চোখে রোদ চশমা নেই।

ঘটনা-দুর্ঘটনা

স্তালিন মারা গেছেন। পার্টি কংগ্রেসে বক্তব্য রাখছেন ক্রুশ্চেভ। তাঁর বক্তব্য জুড়ে স্তালিন জমানার প্রবল নিপীড়ন আর অত্যাচারের নারকীয় বর্ণনা। দর্শক আসনের পিছন থেকে কোনও একজন পার্টি মেম্বার বলে উঠলেন, কমরেড আপনি তো তখনও ছিলেন, তাহলে প্রতিবাদ করেননি কেন? সভাকক্ষে ইতস্তত নড়াচড়া। মুখ ঘোরাঘুরি। ক্রুশ্চেভ বললেন, 'কে বললেন? উঠে দাঁড়ান।' সভাকক্ষ নিস্তব্ধ, পিন পড়ারও শব্দ শোনা যাবে। 'কে বললেন?' ক্রুশ্চেভের মুখের হাসি চওড়া—'ঠিক এই জন্য আমিও সেদিন...।' ক্লাব সভাপতি অরবিন্দ গোস্বামীর স্মরণসভায় যখন পল্টুদাকে বলতে বলা হল, তখনই অনুমান ছিল... তবে ভরসাও ছিল মৃত বা মৃত্যুর প্রতি আম-ভারতীয় দর্শন। যা মৃত্যুর পর মানুষকে দেবতার আসনেই বসায়। আপাতত এ স্মরণসভা বিক্ষিপ্ত। আন্দোলিত। চেয়ার ভাঙা শুরু হল। সঞ্চালকের 'নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন' এই অনুরোধকে অব্যক্ত রেখে মাইক্রোফোনের তার উৎপাটিত। ঠেলামেলি হট্টগোলের মাঝে অরবিন্দবাবুর ছবিটা নড়েচড়ে উঠল, একাই! কী অদ্ভুত। এবং তা খেয়াল করল যে, সে এ ক্লাবেরই মালি, ওড়িয়া—অশিক্ষিত। কিন্তু একেএকে তা নজর কেড়েছে বিশৃঙ্খলিত সেই সদস্যমণ্ডলীর। অতএব সকলে চুপ। এবার ছবি থেকে একটু দুরত্বে জোট বাঁধা সে সমষ্টির চোখে ভয়-শ্রদ্ধা। এবং পল্টুদা কাঁদছেন। তার হাতের মধ্যে ধরা অরবিন্দবাবুর ছোট ছেলে তমোনাশের হাত। পল্টুদা শেষ কথা বললেন, 'আমিও সে কথা বলে উঠতে পারিনি।' প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যাক, অরবিন্দবাবু মারা গিয়েছিলেন মাত্র পনেরো দিন আগে, দুর্ঘটনায় আর এ ক্লাবে যা ঘটছিল তা ঘটনা।

তমাল রায়